



145212 - যবে ময়েরে সাথে তার বয় ফরনেডরে ই-মহেলে সম্পর্ক আছে

প্রশ্ন

আমার সাথে এক ছলেই ই-মহেলে সম্পর্ক আছে। আমি এ সম্পর্কটিকে সম্পূর্ণরূপে কর্তন করতে চাই; কিন্তু পারছি না। কিছু সময়ের জন্য সম্পর্ক ছিন রাখি; আবার ফিরে আসি। আমি চাই যে, আপনারা আমার দ্বীনদারি ও আমার নিজের ওপর এ সম্পর্কের অপকারিতা ও ক্ষতিকারক দিকগুলো তুলে ধরবেন। আপনারা এমন কিছু বলবেন না যে, এ সম্পর্ক অচরিই...। নিজের ব্যাপারে আমার কনফিডেন্স আছে। আমি তার সাথে ফোনে কথা বলব না এবং তার সাথে সাক্ষাৎও করব না। কিন্তু, আমি নিজের ওপর কভিবে নয়িন্ত্রণ আনতে পারি? আমি চাই যে, আপনারা এমন কিছু কারণ উল্লেখ করবেন যাত, আমি এটাকে বাদ দেয়ার ব্যাপারে কনভিন্স হতে পারি। আমি চাই, বসিতারতি জবাব দবিনে এবং জবাবেরে মধ্য কভিবে এ সম্পর্ককে বাদ দতি পারি সটোর পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করবেন। সম্প্রতি আমি জনেছে যে, সে ববিহতি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

তুমি চূড়ান্তভাবে এ সম্পর্ক বচিছনি করতে চাছ জনে আমরা খুশি হয়ছে। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যনে, তোমাকে সে তাওফকি দনে। এ ধরণের সম্পর্ক যে, হারাম এ ব্যাপারে কারো কোনে দ্বিধা নই। এর জন্য এইটুকুই যথেষ্ট যে, এ ধরণের সম্পর্ককারী অনুভব করে যে, সে ভুল কাজ করছে এবং মানুষেরে কাছ থেকে এটাকে লুকয়ি রাখে, মানুষের সামনে এটাকে প্রকাশ করতে পারে না। এ ধরণের কাজ হারাম হওয়ার দললি হিসাবে এটাই যথেষ্ট। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বলছেন: "পাপ হল যা তোমার অন্তরে খটকা তরী করে এবং মানুষ সটো জনে যাওয়াকে তুমি অপছন্দ কর।"[সহি মুসলিমি (২৫৫৩)]

এ হারাম সম্পর্কেরে অনকে অপকারিতা রয়ছে; যমেন—

- নছিক হারাম কাজ করাটাই এক মহা বপিরয়; যা ব্যক্তরি অন্তরেরে ওপর প্রভাব ফলে। ফলে ধীরে ধীরে অন্তর কালো হয়ে যায়। এভাবে সকল গুনাহই অন্তরেরে ওপর প্রভাব ফলে।
- এ যদি এ ধরণের পাপময় সম্পর্কগুলোর সংবাদ ফাঁস হয়ে যায় তাহলে ময়েদেরে এমন দুর্নাম হয় যে এতে তার ভাল গুণগুলোও ঢাকা পড়ে যায়। মানুষেরে কাছ তখন শুধু এ দুর্নামগুলোই আলোচতি হয়। তুমি জান যে, যদি কোনে ময়েরে ব্যাপারে এমন ছড়িয়ে পড়ে সে ময়েরে সাথে মানুষেরে ব্যবহার কমন হয় এবং ময়েটে কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।



- হতে পারে এ সম্পর্ক এর চয়ে জঘন্য থেকে জঘন্যতর গুনাহর দিকে নিয়ে যাবে। তখন অনুতপ্ত হয়েও কোন লাভ হবে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো: প্রত্যকে ভিক্টিমিই নিজের সম্পর্কে এমনটা বলে যে, আমি নিজের প্রতি ও আমার বয় ফ্রেন্ডেরে ব্যাপারে আস্থাশীল। আমরা অন্য ময়ে ও ছলেদেরে মতো নই...। এমন অনেকে ঘটনা বলে শেষে করা যাবে না। দুঃখজনক হল: এসব ঘটনা থেকে খুব কম সংখ্যক মানুষই শিক্ষা গ্রহণ করে। আমাদের ওয়েবসাইটে এ ধরণের দশ দশ প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু, সবকিছু খোয়ানোর পর।

সময় থাকতে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা কর। কেননা আমরা মনে করছি, তোমাকে ধ্বংসের দিকে যাওয়া হচ্ছে; কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না। হতে পারে, অন্যরো তোমার চয়ে দ্রুতবগে চরিত্রহীনতার অতলে নমিজ্জতি হয়। কিন্তু, আমরা নিজের ময়ে ও বনেরে ব্যাপারে যে ভয় করতাম তোমার ব্যাপারেও সে ভয় করছি।

এ হারাম সম্পর্ক ত্যাগ করার জন্য কোন কর্মধারা অবলম্বনেরে প্রয়োজন নই। এ ধরণেরে চিন্তা হতে পারে শয়তানেরে ধোকা। বরং মুমনি নর-নারী যখনই জানবে এটি হারাম তখনই তার সামনে এটি ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন পথ নই। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়েরে সদিধান্ত দলি কোন মুমনি পুরুষ কিংবা মুমনি নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদেরে কোন (ভিন্ন সদিধান্তেরে) ইখতয়ার সংগত নয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো।"[সূরা আহ্যাব, আয়াত: ৩৬] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "মুমনিদেরে উক্তি তো এই—যখন তাদেরে মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরে দিকে ডাকা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম'। আর তারাই সফলকাম।"[সূরা নূর, আয়াত: ৫১, ৫২]

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তোমাকে তওবা করার তাওফিকি দেন এবং তোমার তওবা কবুল করেন।

তুমি উল্লেখ করেছে যে, এ ছলেটে বিবাহতি। এর মানে তুমি এ সম্পর্কেরে মাধ্যমে তোমার বোন (তার স্ত্রী) এর প্রতি অন্যায় করছ। কারণ কোন সন্দেহে নই যে, সে তোমাকে কিছু সময় দিচ্ছে, তোমার প্রতি সুনন্দর কথা নবিদেন করছে, কিছু প্রমে পশে করছে। কোন সন্দেহে নই তার স্ত্রী ও সন্তানরো তার থেকে এগুলো পাওয়ার অধিকি হকদার। তুমি তাদেরে সে অধিকার ছনিয়ে নিয়েছে।

এমনও হতে পারে যে, তুমি তার স্ত্রী ও সন্তানদেরে সাথে তার সম্পর্ক নষ্টেরে কারণ হচ্ছে।

তুমি এভাবে একটু ভবে দেখে তো, এ লোকটি যদি তোমার স্বামী হত তুমি কি সন্তুষ্ট হতে যে, সে কোন এক ময়েরে সাথে এমন একটি সম্পর্ক করবে?

যদি তুমি তোমার নিজেরে জন্য এতে সন্তুষ্ট হতে না পার; তাহলে তোমার বনেরে কষতেরে কভাবে সন্তুষ্ট হচ্ছে?

তোমার উচিত অবলম্ববে এ সম্পর্ক ছিন্ন করা। ভাল ও কল্যাণকর কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। খুব সম্ভব এ সম্পর্কেরে



কারণে তুমি নিকে আমলে কথিবা কছি কছি নিকে আমলে স্বাদ পাচ্ছ না।

তোমার উচতি—নামায আদায় করা; আল্লাহর কাছে মুনাজাত করে, তাঁকে স্মরণ করে, তাঁর কতিব তলোওয়াত করে স্বাদ অনুভব করা এবং তোমার তওবা কবুল করা ও তোমাকে ক্ষমা করার জন্য বেশি বেশি দোয়া করা।

আরও বেশি জানতে 84089 নং ও 84102 নং প্রশ্নোত্তরটি দেখে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।